Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাছিমা বেগম

রোলঃ 216021147

১ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাছিমা বেগম

রোলঃ 216021147

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাছিমা বেগম, আইডিঃ 216021147 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

নাছিমা বেগম

(স্বাক্ষর)

নাছিমা বেগম

আইডিঃ 216021147

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

১ জুন, ২০২৪ ইং

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله، وعلى آله وأصحابه، ومن سلك سبيله، واهتدى بهداه إلى يوم الدين

সূচিপত্র

ভূমিকা

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে হেদায়েতের বাণী তথা শরীয়তের নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন তারমধ্যে সর্বপ্রথম ছিল ঈমান এবং তাহাদের আহ্বান I এ নির্দেশ যারা মেনে চলতেন রাসূল সাল্লাল্লাহু সাল্লাম তাদেরকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সম্পূর্ণ শরীয়তের উপর চলতে দিতেন I

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনীত শরীয়তের বিধান বলি দুই ভাগে বিভক্ত:

1.আল্লাহর হক:হক্কুল্লাহ আল্লাহর হক হল এমন সকল বিধান

বলি যা আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কিত l

2. হুকুকুল ইবাদ বান্দার হক হল রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম কর্তৃক আনীত এমন সব বিধি-বিধান যা বান্দার সাথে সম্পর্কিত l

এতে একতা বুঝানো হয়েছে যে এক বান্দার উপর আরেক বান্দার কি হক রয়েছে lবান্দার সাথে সর্বসাধারণের ও সৃষ্টিজগতের কি হক রয়েছে lএকজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথেআচার-আচরণে কি ধরনের হবে lএবং এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কি নির্দেশ রয়েছে

বান্দার হক এর মধ্যে সর্বোত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ হোক হলো মা বাবার হক l

স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম মা-বাবার হককে ঈমানের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেনপবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা মা বাবার হক এবং তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার এর সাথে এমন ভাবে উল্লেখ করেছেন এতে বুঝা যায় যে মানুষের আমলের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ইবাদত এর পরই মা বাবার খেদমত এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করা অপরিহার্য l

রাসুল সাঃ মা বাবার হক এর ব্যাপারে এবং মা বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে হাদিসে বর্ণনা করেছেন কুরআন কারীমের উল্লেখিতআয়াত সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাহু সাল্লাম বলেছেনঃ যে

মা-বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি নিহত ।-তিরমিজি

এ হাদীস থেকে বোঝা গেল যে ।যিনি আল্লাহকে খুশি করতে চান তিনি যেন তার নিজের মা-বাবাকে সন্তুষ্ট রাখেন আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য পিতামাতাকে খুশি হওয়া জরুরী ।

তার পিতা-মাতার অসন্তুষ্টির ফলেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি

অতএব যে ব্যক্তিতার মা-বাবাকে অসন্তুষ্ট করবে আল্লাহতালা আল্লাহতালা সন্তুষ্ট হতে বঞ্চিত হবে ।

মা বাবার খেদমত এবং মা-বাবার কথা মানার বরকতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে সুখ শান্তিতে রাখবে ।

সুতরাংআমাদের মনে রাখা উচিত, মা বাবা জীবিত হন কিংবামৃত হন উভয় অবস্থাতেই ।আমরা তাদের সাথে উত্তম আচরণের মুখাপেক্ষী । কারণ আমাদের আখেরাতের জীবন শুরু হওয়ার পূর্বে আমাদের দুনিয়ার জীবনের সফলতা

ও এর মাঝেই নিহিত

এই গ্রন্থে মা-বাবার সঙ্গে সর্বদা উত্তম আচরণ সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো আমার জন্য এবং যারা আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আশা রাখে তাদের জন্য ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে কবুল করুন

আমীন আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন I

মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কুরআনের আয়াত সমূহ

۞وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا

অনুবাদঃ আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও কোনো কিছুকে তাঁর শরীক করো না ; এবং পিতা-মাতা ; আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করো। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে ।(সুরা নিছা,৪:৩৬)

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا- رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا-

অনুবাদঃআর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে,তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবেনা এবং মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করবে ।তাদের একজন বা উভয় যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনিত হন,তাহলে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদের সাথে ধমক দিয়ে কথা বলবে না

তাদের সাথে বিনীত ভাষায় আদবের সাথে কথা বলবে।’তাদের জন্য দয়ার ডানা বিছিয়ে দিবে আর বলবে,হে আমার পালনকর্তা! তুমি তাদের প্রতি এমন দয়া করো যেমন তারা আমাকে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন’

‘তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের অন্তরে যা আছে তা ভালভাবেই জানেন।যদি তোমরা সৎকর্ম পরায়ণ হও,তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।(’সুরা -বনী *বনু ইস্রাঈল ১৭/২৩-২৫)*।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

অনুবাদঃআললাহ বলেন,আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য।তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করেছে কষ্টের সাথে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ পান ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস’।(সুরা-আহকাফ,৪৬:১৫)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

অনুবাদঃ আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে এমন কিছুর সাথে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে’।(সুরা-আনকাবুত,২৯:৮)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ-

'আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই'

(সুরা-লুকমান,৩১:১৪)বরলন:

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔاۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۖ

অনুবাদঃবলুন ,এসো তোমাদের রব তোমাদের উপর যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা তিলাওয়াত করি, তা হচেছ, 'তোমরা তাঁর সাথে কোন শরীক করবে না,পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।(সুরা -আল আনআম,৬:১৫১)

মা বাবার গুরুত্ব

আল্লাহর পরে মানুষের প্রতি সর্বোচচ সম্মানিত স্থান হচ্ছে মা বাবার। কেননা, মা-বাবাই হচ্ছে মানুষের অস্তিত্বের মূল উৎস। যেমন

শিশুকাল থেকে শুরু করে যৌবনে পদার্পন করার সময় পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি স্তরে উনারাই পথ-প্রদর্শক হয়ে থাকেন। আর এজন্যই আল্লাহর পর মা-বাবার স্থান সবার উপরে দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বহুস্থানে আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে মা-বাবার অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর শোকর গুজারির সাথে সাথে মা-বাবার শোকর গুজারির প্রতি অধিকেগুরুত্ব

আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ اَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلْهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربينِي صغرًا

অনুবাদঃ আর আপনার বব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে ,তোমরা তাকে ছাড়া অবশ্যই অন্যের বন্দেগীকরবে না এবং মাতা-পিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোন একজন অথবা উভয়েই তোমাদের সামনে বার্ধক্ষ্যে পৌঁছে যায় তাহলে তাঁদেরকে উহ! শব্দ পর্যন্ত বলবেনা না । এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা ভৎসনা করে কোন কথার জবাব দেবে না বরং তাদের সাথে আদব ও সম্মানের সাথে কথা বলো এবং নরমও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাকোএবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দোয়া করতে থাকো যেমন “হে আমার পরওয়ারদিগা! তাদের উপর (এ অসহায় জীবনে)রহম করো।যেমন শিশুকালে(সহায়হীন সময়ে) তারা আমাকে রহমত ও আপত্য সেনহ দিয়ে লালন-পা করেছি(সুরাবনীইসরাঈলঃ২৩-২৪

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقَ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا ؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ابن ماجه، مشكوة

“হযরত আবি উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন, মাতা-পিতা তোমাদের বেহেশত এবং দোযখ।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ইরশাদের মর্মার্থ হলো, কোনো ব্যক্তি তাঁদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হতে পারবে না। সামাজিক জীবনে তাঁদের গুরুত্ব ছাড়াও

পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের দিক থেকেও তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্ট রেখে সন্তান জান্নাতে নিজের ঘর তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে তাঁদের অধিকার পদদলিত করে অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের ইন্ধনও হতে পারে।পদদলিত করে অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের ইন্ধনও হতে পারে।(ইবনে মাযা,মিশকাত)

ُعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُه ثُمَّ رَغمَ اَنْفُهُ، قِيلَ مَنْ يَارَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ- َ

“হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, পুনরায় অপমানিত হোক, আবারো অপমানিত হোক। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি ? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতা-পিতা উভয়কেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথবা কোনো একজনকে অতপর (তাঁদের খিদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করলো না।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ من أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ، وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيرُكَ ؟ فَقَالَ هَلْ لَّكَ مِنْ أُمِّ قَالَ، نَعَمْ، قَالَ فَالْزَمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجُلِهَا ـ ابن ماجه، نسائ

“হযরত জাহিমার রাদিয়াল্লাহু আনহু পুত্র হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন ?

জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, তিনি জীবিত আছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের তলাতেই বেহেশত।"
(ইবনে মাযা, নাসায়ী)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسُخْطُ اللَّهِ فِي سُخْطِ الْوَالِدِ -

"হযরত আবদিল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে।"

মাতা-পিতার অধিকার অস্বীকার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। যারা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে তারাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে। তাঁদের ক্রোধ-উদ্রেককারীরা আল্লাহর গযব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না এবং যারা তাঁদেরকে অসন্তুষ্ট করবে তারা আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করবে

মা-বাবার মর্যাদা

মানুষ সৃষ্টির ইতিহাসে আল্লাহ ছুবহানা ওতা'আলা আদম এবং হাওয়া ছাড়া সকল মাখলুকাতকেই মা-বাবার মাধ্যমে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন।কেবল ঈসা(আঃ) বাবা ছাড়া দুনিয়াতে এসেছেন।
সুতরাং ইসলামী শরীআতে মা-বাবাকে অতুলনীয় মর্যাদা দান

করা হয়েছে।আল্লাহ রাববুল আলামীন তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের পরেই মা-বাবার প্রতি সদাচরণ করাকে অপরিহার্য করে দিয়েছেন।তাদের কথা যদি শরীয়ত বিরোধী না হয় তাহলে তা মান্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনে মা-বাবা যে অত্যাধিক কষ্টভোগ করে থাকেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অনুবাদঃ'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হ'লাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম' (সুরা ,আহক্বাফ ৪৬-১৫)।

উক্ত আয়াতে চল্লিশ বছর বয়স উল্লেখ করার কারণ হ'ল- যে সন্তান এ বয়স পর্যন্ত পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করে তারা এর পরের বয়সে সাধারণত পিতা-মাতার অবাধ্য হয় না। তাদের চিন্তা থাকে তারা পিতা- মাতার সাথে খারাপ আচরণ করলে তাদের সন্তানেরাও তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে।

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

অনুবাদঃআর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা- মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে'(সুরা,লোকুমান ৩১-১৪)।

রাসূল (সা:) মা-বাবার মর্যাদা সম্পর্কে অনেক পুরুত্বপূর্ণ হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন; হযরত আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো,

হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! মানুষের মধ্যে আমার সদ্ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা হকদার ব্যক্তি কে?

তিনি বললেন, তোমার মা।

সে বলল এরপর কে ?

তিনি বললেন, এরপরেও তোমার মা।

সে বলল তারপর কে?

তিনি বললেন, তারপর ও তোমার মা।

সে বলল এরপর কে?

তিনি বললেন, এরপর তোমার পিতা।

(সেহিহ মুসলিম-৬৩৯৪)

মা-বাবার দোয়া কবুলযোগ্য

আল্লাহ রাববুল আ'লামীন মা-বাবার মর্যাদা এতো বেশী দিয়েছেন যে, তারা সন্তানের জন্য দো'আ করলে আল্লাহ তাদের দো'আ ফিরিয়ে দেন না। মা-বাবা যদি সন্তানের জন্য ভালো
দো'আ করেন তবে তা কবুল হয়। আবার সন্তানের বিরুদ্ধে খারাপ দো'আ করলে সেটিও আল্লাহও কবুল করে নেন।

এক কথায় সন্তানের বিরুদ্ধে মা-বাবা যে কোন দোয়া বা বদদো'আ নিঃসন্দেহে আল্লাহ নিকট কবুল হয়ে যায় । অতএব এ ব্যাপারে মা-বাবা ও সন্তানের সর্বদা সাবধান থাকতে হবে। যেন সন্তানের কোন আচরনে মা-বাবার অন্তর থেকে' উহ্' শব্দটি যেন বেরিয়ে না আসে। অথবা সন্তানের প্রতি রাগ হয়ে মা-বাবা যেন মনে বা মুখে কোন বদদোয়া না করেন। সব অবস্থায় উভয়কে ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে এবং সর্বদা উভয়ে উভয়ের প্রতি সহমর্মী ও সহানুভূতিশীল থাকতে হবে। । প্রত্যেকে পরস্পরের কল্যাণ কামনা করতে হবে না হলে যেকোন সময় কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থেকে যাবে।

যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى
وَلَدِه

অথাৎ-হযরত আবু হুরায়রা(রাঃ) বর্ণনা করেন,রাসুলুললাহ সাললালললাহু আলাইহি ওয়াসাললাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির
দো’আ ব্যর্থ হয় না।

১.মজলুমের দো’আ

২.মুসাফিরের দো’আ ও

৩.সন্তানের জন্য মা-বাবার দো’আ

তবে সন্তানের বিরুদ্ধে মা-বাবার দো’আ করা সমীচিন নয়।যেমন হাদিছে এসেছে, রাসুল(সাঃ)বলেন,

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا على خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ

তোমরা কখনো নিজেদের বা তোমাদের সন্তানদের বা তোমাদের খাদেমের বা তোমাদের মালসম্পদের অকল্যাণ, অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদ দু'আ করবে না। কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সেই সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন। এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবুল করে নেবেন'।(ইবনু বাত্ত্বাল, শারহু ছহীহিল বুখারী ১০/১৫২।)

মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত

আল্লাহ রাববুল আ’লামীন মা কে এত মর্যাদাবান বানিয়ে দিয়েছেন যে,উনার পায়ের নিচে রয়েছে সন্তানের বেহেস্ত ।

যেমন হাদিছে এসেছে,

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ. فَقَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟. قَالَ نَعَمْ . قَالَ : فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا -

মু'আবিয়াহ বিন জাহেমাহ আস-সুলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জাহেমাহ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে

আপনার সাথে পরামর্শ করার জন্য এসেছি। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি মা আছে? আমি বললাম, হ্যা। তিনি বললেন, 'তুমি তার নিকটে থাক। কেননা জান্নাত তার পায়ের নীচে'। কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছেন? আমি বললাম, হ্যা। তখন তিনি বললেন, 'তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নীচে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু'বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন?

তিনি বললেন, হ্যা। রাসূল (সাঃ) বললেন, ارْجِعْ فَبَرَّها 'ফিরে যাও। তার সাথে সদাচরণ কর'। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখদিক থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যা। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ তোমার ধ্বংস হৌক! তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত রয়েছে'।

(নাসাঈ হা/৩১০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৫)।

মা-বাবার দান ফেরত যোগ্য

কাউকে কোন উপহার দিলে ফেরত নেওয়া শরী'আতসম্মত নয়। কিন্তু সন্তানের নিকট মা-বাবার অধিক মর্যাদার কারণে তাদের কৃতদান ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ

ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মারফূরূপে বর্ণিত আছে যে, উপহার প্রদানের পর তা আবার ফিরিয়ে নেয়া কারো জন্য বৈধ নয়। তবে বাবা তার সন্তানকে দেয়া উপহার ফিরিয়ে নিতে পারে। যে ব্যক্তি কাউকে কিছু দিয়ে তা আবার ফিরিয়ে নেয় সে হ'ল কুকুরের মত; সে খায়, যখন পেট ভরে যায় তখন বমি করে এবং পরে নিজের বমি নিজেই খায়'।"

পিতার উপর মায়ের অগ্রাধিকার

মা বাবার মধ্যে কারো মর্যাদা ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।কেননা মর্যাদার দিক থেকে কোন ক্ষেত্রে বাবা অগ্রগামী আবার কোন ক্ষেত্রে মা।ঠিক পরীক্ষার মত পিতা অংকে ভাল তো মা ইংরেজীতে, আবার পিতা হাদীছে ভাল তো মা কুরআনে। তবে গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান ও দুগ্ধপান করা কেবল মায়েরাই করে থাকেন। এতে পিতার কোন অংশদারিত্ব নেই। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মাকে তিনগুণ বেশী মর্যাদা দান করেছেন। এর পরের ক্ষেত্রগুলোতে মা-বাবার সমান অবদান থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ -

'আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। মনেরেখ, তোমার প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই।'(লুকমানঃ৩১-১৪)

মুসলিম হা/৩০০৯; আবুদাউদ হা/১৫৩৪; মিশকাত হা/২২২৯।

৫. তিরমিযী হা/২১৩২; আবুদাউদ হা/৩৫৩৯; মিশকাত হা/৩০২১; ছহীহুত তারগীব হা/২৬১২।

মায়ের মর্যাদা তিন গুণ বেশি

মা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্র ও স্নেহাশীল হওয়ার কারণে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দেন। সে তার ছেলে দু'টিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়। তারা খেজুর দু'টি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকাল এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইল। মা খেজুরটি দুই টুকরা করে প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক করে দিল। নবী (ছাঃ) ঘরে আসলে আয়েশা (রাঃ) তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। তখন তিনি বলেন, এতে তোমার বিস্মিত হওয়ার কি আছে? সে তার ছেলে দু'টির প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি
দয়াপরবশ হয়েছেন'।"

তিনটি কারণে পিতা অপেক্ষা মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশী।

যেমন-

১) সন্তানকে গর্ভে ধারন করেন।

২)কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করেন এবং

৩)দুই বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানো।

(. ত্বাবারাণী, মু'জামুল কাবীর হা/২২০২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৮৫। ৮. ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১; ছহীহুল জামে'
হা/১২৪৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৪। ৯. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৯; হাকেম হা/৭৩৪৯, সনদ ছহীহ)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ: أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ -

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা, তারপর যে তোমার সবচেয়ে নিকটবর্তী'।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِنَّ الله يُوْصِيْكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثَلَاثًا - إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يُوْصِيْكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ

মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে তোমাদের তিনবার উপদেশ দিচ্ছেন,অতঃপর তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, অতঃপর নৈকট্যের ক্রমানুসারে নিকটাত্মীয় সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন'।

সর্বপ্রথম সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার মা, তারপর পিতা, তারপর ছেলে- মেয়ে, তারপর দাদাগণ-নানাগণ ও রক্তসম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়গণ। যেমন চাচা ও ফুফুগণ, মামা ও খালাগণ। এরপর পর্যায়ক্রমের নিকটাত্মীয়গণ। এরপর রক্তসম্পর্কীয় গায়ের মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ হালাল বা বৈধ)। যেমন- চাচতো ভাই, চাচাতো বোন, মামাতো ভাই, মামাতো বোন ইত্যাদি। এরপর শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করতে হবে। এরপর খাদেম বা কর্মচারীদের সাথে স্তর অনুযায়ী। এরপর প্রতিবেশীদের সাথে। এর মধ্যে যার বাড়ীর কাছে সে বেশী হকদার, এভাবে পর্যায়ক্রমে দূরের আত্মীয়-স্বজন।

(. বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১। মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১; ছহীহুল জামে' হা/১৩৯৯।)

মায়ের সেবায় পাপ মোচন

মায়ের সেবা-যত্ন করার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের পাপ মোচে দেন
এজন্য কোন ব্যক্তি পাপ করলে রাসূল(সাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম তাদের মায়ের খেদমত করার পরামর্শ দিতেন। যেমন হাদীছে এসেছে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ
تَنْكِحَنِي، وَخَطَبَهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ : تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ َابْنَ عَبَّاسٍ : لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي ل
لَاأَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ

-ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম।সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পসন্দ করল। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহর নিকট তওবা কর এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। (আতা' রহঃ বলেন) আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা

জীবিত আছে কি-না তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, 'আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচরণের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নেই'।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন,

أَلَكَ وَالِدَانِ حَيَّانِ أَوْ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: تَقَرَّبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ بَعْدَ مَا خَرَجَ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ حَيَّيْنِ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا
رَجَوْتُ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَحطَّ لِلذُّنُوْبِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ-

'তোমার পিতা-মাতা বা তাদের একজন কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, যথাসাধ্য আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। লোকটি বের হয়ে যাওয়ার পর আমরা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তার পিতা-মাতা বা তাদের একজন যদি জীবিত থাকত তাহ'লে তার জন্য আশা করতাম। কারণ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ অপেক্ষা গুনাহ মোচনকারী আর কিছুই নেই'।

(ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬০; ছহীহাহ হা/১৬৬৬; ছহীহুল জামে' হা/১৯২৪।
ইমাম নববী, শারহু মুসলিম হা/২৫৪৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।)

মা-বাবার সেবায় আল্লাহর সন্তুষ্ট

মায়ের প্রতি সন্তানের যেমন বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। ঠিক তেমনি বাবার প্রতি ও সন্তানের বিষেশ গুরুত্ব রয়েছে। বাবা যদি কোন বৈধ কারণে সন্তানের উপর অসন্তষ্ট থাকেন, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি (অসন্তষ্ট হয়ে যান। কারণ, একজন সন্তানকে বড় করকরতে সর্ব্বা আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে বাবারও আর্থিক মানসিক অবদান দান রয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رِضَا الرَّبِّ فِيرِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং বাবার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে'। অন্য বর্ণনায়এসেছে, রাসূল (ছা) বলেন, طَاعَةُ اللهِ طَاعَةُ الْوَالِدِ وَمَعْصِيَةُ الله مَعْصِيَة

الوَالِدِ 'পিতার আনুগত্যে আল্লাহ্র আনুগত্য রয়েছে এবং পিতার অবাধ্যতায় আল্লাহ্ অবাধ্যতা রয়েছে'। এই হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, মাতাও এর মধ্যে শামিল। বরং মায়ের বিষয়টি আরো গুরুত্বহ। যেমন অন্য বর্ণনায় এসেছে, رِضَااللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ ،اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْن

মা-বাবার সন্তুষ্টিতে আল্লহর সন্তুষ্টি এবং মা-বাবার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে'। ব্যাখ্যাকার আল্লামা মানাভী বলেন, আল্লাহ সন্তানকে বাবার আনুগত্য ও তাকে সম্মান করতে আদেশ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়ন করল সে কার্যতঃ আল্লাহর সাথে সুন্দর আচরণ করল এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা

প্রদান করল। এতে আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার আদেশকে অমান্য করবে তিনি তার প্রতি রাগান্বিত হবেন'।

(বুখারী হা/২৭৮২; মুসলিম হা/৮৫; মিশকাত হা/৫৬৮
মুসলিম হা/৮৫।)
(তিরমিযী হা/১৭০; আহমাদ হা/২৭১৪৮; মিশকাত হা/৬০৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৯৯। ৫৮. তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬।)

মা-বাবার সেবায় জান্নাত লাভ

পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধ পালন করলে এবং তাদের আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে হেফাযত করলে জান্নাত লাভ করা যায়। কারণ তারা সন্তানের জন্য জান্নাতে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنْ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :
الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْه

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি তার নিকটে এসে বলল, আমার স্ত্রী আছে। আর আমার মা আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'বাবা হ'লেনজান্নাতের সর্বোত্তম দরজা। এক্ষণে তুমি তা হেফাযত করতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার'। অত্র হাদীছে বাবা দ্বারা জিনস তথা মা-বাবা উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/২২৫৫; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩৩৯১; ছহীহ আত- তারগীব হা/২৫০২।

শু'আবুল ঈমান হা/৭৮৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩৫০৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৩।

ফায়যুল বারী হা/৪৪৫৬-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

মা-বাবার আনুগত্য করা

তা'আলার মা-বাবা হলেন আল্লাহ তা'আলারপক্ষ থেকে সন্তানের জন্য' অনেক বড় নেয়ামত ।তারা সর্বদা সন্তানের কল্যাপের কথা চিন্তা করেন।অনেক সময়া বাবার কথার সাথে সন্তানের কথার অমিল থাকতে পারে।এ রকম পরিস্থিতিতে সন্তানেরজন্য আবশ্যক হলো মা-বাবার আনুগত্য করা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

আল্লাহ. তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর' (নাহল ১৬/৭৮)

পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার হক সমূহকে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে।। যাতে বান্দা তার জীবদ্দশায় সতর্কতা বজায় রেখে একনিষ্ঠভাবে পিতা-মাতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। পিতামাতাকেও

তাদের গর্ভধারণকালীন কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে পিতা-মাতা সন্তানকে কোন সময় আল্লাহ্ বিরুদ্ধাচরণ করতে না বলে।আললাহ তা’আলা অন্য আয়াতে বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ - فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ - أَيُشْرِكُوْنَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

''তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একজন মাত্র ব্যক্তি (আদম) থেকে। অতঃপর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী (হাওয়া)-কে। যাতে সে তার নিকটে প্রশান্তি লাভ করে। অতঃপর যখন সে তাকে আবৃত করে, তখন সে হালকা গর্ভধারণ করে। আর এটা নিয়েই সে চলাফেরা করে।অতঃপর যখন তা ভারি হয়, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তাদের প্রতিপালককেডাকে, যদি তুমি আমাদেরকে সুসন্তান দাও, তাহ'লে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ

বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে সুঠামদেহী সন্তানদান করেন, তখন তারা আল্লাহ্র এই দানে তার সঙ্গে অন্যকে শরীক নির্ধারণ করে। অথচ তারা যেসব বিষয়কে শরীক সাব্যস্ত করে, আল্লাহতাদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। তারা কি এমন বিষয়কে শরীক নির্ধারণ করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট' (আ'রাফ ৭/১৮৯-১৯১)।

মা-বাবার আনুগত্যের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাহু সালাম এর উপদেশ

রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণের অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন। কখনো শিরকের বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেন। কখনো অন্যান্য অপরাধ হ'তে বিরত থাকার নছীহত করতেন। বিশেষ করে তিনি পিতা-মাতার আনুগত্য করার উপদেশ অধিকহারে দিয়েছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتِسْعٍ : لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَاخْرُجْ لَهُمَا ، وَلَا تُنَازِعَنَّ وَلاةَ الْأَمْرِ ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ وَلَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، وَأَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَخِفْهم
في الله

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূ (সাঃ)-আমাকে নয়টি ব্যাপারে অছিয়ত করেছে ।

১) আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ করা হয়।

২) ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয ছালাত ত্যাগ করো না, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরয ছালাত ত্যাগ করবে তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (

(৩) মদ্যপান করো না, কেননা তা সকল অনাচারের চাবি (মূল)।

(৪) তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও

আদেশ করেন তবে তাই করবে।

(৫) শাসকদের সাথে বিবাদে জড়াবে না, যদিও দেখ যে, তুমিই (হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও)

৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না, যদিও তুমি ধ্বংস হও এবং তোমার সাথীরা পলায়ন করে।

৭) তোমার সামর্থ্য অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করো।

(৮) তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি তুলে রাখবে না (অর্থাৎ শাসনের মধ্যে রাখবে) এবং

(৯) তাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহ্ ভয় জাগ্রত রাখবে'।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন,

وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَلك 'তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে ও কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে'।

(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩৪৫৯; মারওয়াযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৭১, সনদ ছহীহ।)

আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপদেশ

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বাবার ব্যাপারে কিছু জানা যায় না। তবে তিনি মায়ের প্রতি খুবই অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেজন্য তিনি নিজে যেমন পিতা-মাতারমা-বাবার আনুগত্যকারী ছিলেন, তেমনি তিনি অন্যকেও সে ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ، قَالَ : أَبِي ، قَالَ : لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ -

উরওয়াহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি তোমার কে হন? সে বলল, আমার বাবা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেক না, তার আগে আগে চলো না এবং তার সামনে বসো না' অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

عَنِ الْقَيْسِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّ الْجِهَادَ قَدْ فَضَّلَهُ اللهُ، وَإِنِّي كُلَّمَا رَحَلْتُ رَاحِلَتِي جَاءَ وَالِدَايَ فَحَطَّا رَحْلِي؟ قَالَ: هُمَا جَنَّتُكَ، فَأَصْلِحْ إِلَيْهِمَا ثَلَاثًا -

কায়সী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আবু হুরায়রা! জিহাদ করাকে আল্লাহ মর্যাদামণ্ডিত করেছেন। আমি যখনই জিহাদের জন্য বাহন প্রস্তুত করি তখনই আমার মা-বাবা এসে তা সরিয়ে দিতেন। তখন তিনি বললেন, তারা তোমার জন্য জান্নাত। অতএব তাদের প্রতি তুমি সদাচরণ কর। তিনি একথা তিনবার বললেন'।

আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৮; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; আওসাত্ব হা/৭৯৫৬, সনদ ছহীহ। মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৯৫৬; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৯।

আল্লাহর অবাধ্যতায় মা-বাপের আনুগত্য নেই

মা-বাবা যাদি তার সন্তানকে আল্লাহর অবাধ্য এমন কোন কাজের আদেশ করেন; তাহলে সন্তান তা প্রত্যাখ্যান করলেও কোন দোষ হবে না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামে বলেছেন,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا

ْكُنتُمْ تَعْمَلُو

'আর যদি মা-বাবা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকটে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে
তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব' (লোকুমান ৩১/১৫)।

(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৪; শারহুস সুন্নাহ হা/৩৪৩৮; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১১, সনদ ছহীহ।
ইতহাফ হা/৪২০৫; মারওয়াযী, আল-বিরু ওয়াছ ছিলাহ হা/৪৩, সনদ ছহীহ। আয়াতটি খ্যাতনামা ছাহাবী সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর সম্পর্কে নাযিল হয় (কুরতুবী)

এখানে শিরক বলতে আল্লাহ্র সত্তা বা তাঁর গুণাবলী ও তাঁর ইবাদতে শরীক করা বুঝায়। একইভাবে আল্লাহ্ বিধানের সাথে অন্যের বিধানকে শরীক করা বুঝায়। ধর্মের নামে ও রাষ্ট্রের নামে মানুষের মনগড়া সকল বিধান এর মধ্যে শামিল। অতএব মা-

বাবা যদি সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ প্রয়োগ করেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য নয়। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে সদাচরণ করবে (কুরতুবী, সুরা ,লোকুমান ৩১-/১৫ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)।

মুছ'আব বিন সা'দ তার পিতা সা'দ বিন খাওলা হ'তে বর্ণনা করেন যে, আমার মা একদিন আমাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেনন। فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوْتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّد، কসম! আমি কিছুই খাব না ও পান করব না, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করবে'। ফলে যখন তারা তাকে খাওয়াতেন, তখন গালের মধ্যে লাঠি ভরে দিয়ে ফাঁক করতেন ও তরল খাদ্য দিতেন। এভাবে তিন দিন যাওয়ার পর যখন মায়ের মৃত্যু ঘনিয়ে আসল তখন সবা আনকাবত এর ৮ নং আয়াত নাযিল হ'ল وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ -

আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা মা-বাবার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে'।

(আহমাদ হা/১৬১৪; তিরমিযী হা/৩১৮৯, সনদ ছহীহ। ২৭. আনকাবূত ২৯/৮; ইবনু হিব্বান হা/৬৯৯২; শু'আবুল ঈমান হা/৭৯৩২; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/২৬৫, সনদ ছহীহ।)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মা বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি খাব না ও পান করব না, এভাবেই মরে যাব। তখন তোমাকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

লোকেরা তিরস্কার করে বলবে, يَا قَاتِلَ أُمِّه ِ 'হে মায়ের হত্যাকারী'! আমি يَا أُمَّاهُ لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَ! دِيْنِي هَذَا فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِي، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِي، একশটি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন পরিত্যাগ করব না। কাজেই তুমি খেলে খাও, না খেলে না খাও! অতঃপর আমার এই দৃঢ় অবস্থান দেখে তিনি খেলেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হ'ল'।বস্তুতঃ এমন ঘটনা সকল যুগে ঘটতে পারে তখন মুমিনকে অবশ্যই দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মানব জাতিকে এক আল্লাহ্ ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর শ্রেষ্ঠত্বের এই মর্যাদা রক্ষায় তাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে। কিন্তু মানবজাতির শত্রু ইবলীস ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে সন্তানকে সতর্ক করা হয়েছে, যাতে শয়তানের অনুগত কোন মুশরিক মা-বাবার পিতৃত্বের দাবী নিয়ে নিজ সন্তানদের শিরক করায় বাধ্য করতে না পারে। কারণ শিরক হ'ল অমার্জনীয় পাপ। এখানে মহান আল্লাহ্ পক্ষ হ'তে অধিকার প্রাপ্ত মা-বাবা ও সন্তান উভয়কেই শিরকমুক্ত থেকে ইসলামের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বিধৃত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী অবলম্বনে বাবা কর্তৃক পুত্রকে শিরকের পথে আহ্বান এবং পুত্র কর্তৃক বাবাকে সত্যের পথে আহ্বানের দলীল পাওয়া যায়। ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা মূর্তিপূজক তথা মুশরিক ছিলেন। অথচ ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সুপথপ্রাপ্ত। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً ٍ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي .ضَلَالٍ مُّبِين 'স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বাবা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও

তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় রয়েছ' (সুরা,আন'আম ৬-৭৪)।

(কুরতুবী হা/৪৮৪৯, ৪৮৫০; তিরমিযী হা/৩১৮৯, হাদীছ ছহীহ; ইবনু কাছীর ৬/৩৩৭।)

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ، قَالُوْا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

'ইতিপূর্বে আমরা ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম। আর আমরা তার সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম। যখন তিনি তার বাবা ও সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলি কী, যাদের পূজায় তোমরা রত আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের পূজারী হিসাবে পেয়েছি। তিনি বললেন, তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ' (আম্বিয়া ২১/৫১-৫৪)। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার শিরকের আহ্বানে সাড়া দেননি। কারণ তাঁর পিতা আল্লাহর বিরুদ্ধে আহ্বান করেছিল। আর রাসূল (সাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, لا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই'।

মা-বাবার হক

সন্তানের উপর মা-বাবার হক্ক ১৪টি

৭ টি জিবদদ্বসায়

১. সম্মানঃ মা-বাবার সম্মান ও ইজ্জত করা। ২. মুহাব্বতঃ তাঁদের সাথে মুহাব্বত ও ভালবাসা রাখা

৩. ইতাআতঃ তাঁদের আদেশ পালন করা

৪. খিদমতঃ তাদের সেবা করা

৫. আরামের চিন্তাঃ তাঁদের আরাম ও শান্তির দিখে খেয়াল রাখ।

৬.প্রয়োজন মিটানোঃ তাঁদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য চেষ্টা করা

৭. সাক্ষাত করাঃ যখনই সুযোগ হয় তাঁদের সাথে বার বার দেখা করা।

৭টি মৃত্যুর পর

১. মাগফিরাত দোয়া: তাঁদের জন্য বেশি বেশি গুনাহ্ মাফ চাওয়া

ও দোয়া করা।

২- ইছালে সওয়াবঃ তাঁদের জন্য ইবাদত করে ও দান খায়রাত করে সওয়াব পৌছানো।

৩. তাঁদের আত্মীয় স্বজনের সম্মানঃ তাঁদের আত্মী বন্ধু বান্ধব গনকে সম্মান করা।

৪.ঋন ও আমানত পরিশোধ করাঃ ঋন থাকলে অথবা তাঁদের

কাছে কারো আমনত থাকলে তা পরিশোধ করা।

৫. আত্মীয় সজনকে সাহায্য করাঃ তাঁদের আত্মীয় স্বজন ওবন্ধুদের সাহয্য করা।

৬. ওছিয়ত পুরাকরা: শরীয়ত সম্মত তাঁরা যদি কোন ওছিয়ত করে থাকে তা পুরন করা।

৭. কবর যিয়ারতঃ কোন কোন সময় তাঁদের কবর যিয়ারত করা ও তাদের গুনাহের মাগফিরাতের জন্য দোয়া করা।

(হযরত মাও: শাহ আবরারুল হক রহ
খলিফা হযরত হাকীমুল উম্মত মাওঃ আশরাফ আলী থানভী রাহঃ)

মা-বাবা খারাপ আচরণ করলেও খেদমত করা

মা-বাবা যেমন বয়োবৃদ্ধ, তেমনি তারা জ্ঞানেও বৃদ্ধ। সেজন্য তারা যেকোন সিদ্ধান্ত বুঝে ও জেনে গ্রহণ করে থাকেন। আর যুবকেরা কাজ করে জোশে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবা সিদ্ধান্ত সন্তানের নিকট সঠিক মনে নাও হতে পারে। তার নিকট মনে হতে পারে এটি যুলুম। এই অবস্থাতেও মা-বাবার আনুগত্য করা ও তাদের সেবা করা আবশ্যক। রাসূল (সাঃ) বলেন,

وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَاخْرُجْ لَهُمَ'

'তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে'।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন,، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، ম-বাবার আনুগত্য করবে, যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে ও কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট যাবতীয় বস্তু থেকে বঞ্চিত করে।

(তাফসীরে ইবনু কাছীর ৫/৬৪; তাফসীরে কুরতুবী ১০/২৪২-৪৩।
(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৮; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; আওসাত্ব হা/৭৯৫৬, সনদ ছহীহ। মু'জামুল আওসাত্বহা/৭৯৫৬; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৯।)

মা-বাবা জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা

সন্তানের জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা হলো তার বাবা। সন্তান চাইলে জান্নাতের এ দরজা যেমন নষ্ট করতে পারে আবার চাইলে তা রক্ষাও করতে পারে। বাবার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই সন্তান জান্নাতের এ মর্যাদা ও সম্মান পেতে পারেন। বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনের কথাই তুলে ধরেছেন বিশ্বনবি। হাদিসের বর্ণনায় তা এভাবে ওঠে এসেছে-

হজরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, 'বাবা হলো জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী দরজা। অতএব তুমি (সন্তান চাইলে) ওই দরজা নষ্টও করতে পারো অথবা তার হেফাজতও করতে পারো।' (ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, মুসনাদেআহমদ)

বাবা শুধু সন্তানের জন্য মধ্যবর্তী দরজাই নয়, বরং সন্তানকে জান্নাতের পথ দেখানোর অন্যতম কারিগরও বটে। কুরআনুল কারিমের সুরা লোকমানেই সে প্রমাণ ওঠে এসেছে। বাবা লোকমান তাঁর ছেলেকে জান্নাতের পথে চলতে সঠিক জীবনদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে-

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ .. بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ - وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ

যখন লোকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বললঃ হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়। আর আমি মানুষকে তার বাবা-

মার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি।' (সুরা লোকমান : আয়াত ১৩-১৪)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি।' (সুরা আহকাফ : আয়াত ১৫)

হজরত আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বলল- হে আল্লাহর রাসুল! সন্তানের উপর বাবা-মার কী অধিকার আছে? তিনি বলেন- তারা তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।' (ইবনে মাজাহ, মিশকাত)

মা-বাবাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহ

বাবা-মাকে গালি দেওয়া হচেছ কবীরা গুনাহ এবং এটি তাদের অবাধ্যতার চরম বহিঃপ্রকাশ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْه বলেছেন,কবীরা গুনাসমুহের একটি হ'ল নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়া ছাহাবীগণ বলেন, কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি বলেন, সে অন্যের পিতা- মাতাকে গালি দিবে, ফলে ঐ ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عبد الله عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ : مِنَ الْكَبَائِرِ عِنْدَالله تَعَالَى أَنْ يَسْتَسِبُّ الرَّجُلُ لِوَالِدِهِ

অথাৎ,আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, বাবা-মাকে গালি শুনানো

আল্লাহর নিকট একটি কবীরা গুনাহ।

(. বায়হাক্বী, আল-মাহাসিন ওয়াল মাসাঈ ১/২৩৫, ১/৬১৪; নাযরাতুন নাঈম ১০/৫০১৬; মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, ঊকুকুল ওয়ালিদায়েন ১/৬২। বুখারী হা/৫৯৭৩; মুসলিম হা/৯০; মিশকাত হা/৪৯১৬। আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৮।)

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ(রহঃ) বলেন,

. إِذَا شَتَمَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَاعْتَدَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجِبُّ أَنْ يُعَاقَبَ عُقُوبَةً بَلِيْغَةً

'যখন কোন ব্যক্তি তার বাবাকে গালি দেবে এবং এক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে, তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যাবে'।

অন্য হাদীছেএসেছে

আবু তোফায়েল (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, নবী করীম (সাঃ) কি কোন বিশেষ ব্যাপারে আপনাকে বলেছেন, যা সর্বসাধারণকে বলেননি? তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) অন্য কাউকে বলেননি এমন কোন বিশেষ কথাএকান্তভাবে আমাকে বলেননি। অবশ্য আমার তরবারির খাপের মধ্যে যা আছে ততটুকুই। অতঃপর তিনি একখানি ছহীফা বের করলেন। তাতে লেখা ছিল- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু যবাই করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি জমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ। যে ব্যক্তি তার বাবা-মাকে অভিসম্পাত করে তার প্রতি আল্লাহ্রঅভিশাপ। যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহ্র অভিশাপ'।

মা-বাবার সেবায় ইব্রাহিম আলাই সালাম এর উদাহরণ

পিতা মুশরিক হওয়া সত্ত্বেও ঘৃণা বা অবজ্ঞা না করে বরং অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় পিতার সাথে কথা বলায় আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশংসা করেছেন এবং কুরআনে পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا - يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا - يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا -

য'যখন তিনি তার বাবাকে বললেন, হে বাহা! কেন তুমি ঐ বস্তুর পূজা কর যে শোনে না, দেখে না বা তোমার কোন কাজে আসে না? হে আমার ! আমার নিকটে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার বাব! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান হ'ল দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার বাবা! আমার ভয় হয় যে, (এই অবস্থায় যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর) দয়াময়ের পক্ষ হ'তে শাস্তি তোমাকে স্পর্শ করবে। আর তখন তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে' (মারিয়াম ১৯/৪২-৪৫)

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর উদাহরণ :

ইয়াহ্ইয়া (আঃ) পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। প্রত্যেক নবী- রাসূলই পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা এই সৎ কাজের জন্য বিখ্যাত

আল্লাহ কেবল তাদেরই নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّاআর তিনি (ইয়াহ্ইয়া) ছিলেন তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণকারী এবং তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না' (সুরা,মারিয়াম ১৯/১৪)।

ওসামা বিন যায়েদের উদাহরণ :

তাঁর মায়ের নাম উম্মে আয়মান। তিনি বারাকাহ নামে পরিচিত ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) ওসামাকে খুবই ভালবাসতেন। রাসূল(সাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার বয়স ছিল বিশ বছর।

মুহাম্মদ ইবনু সীরীন বলেন,

كَانَتِ النَّخْلَةُ تَبْلُغُ بِالْمَدِينَةِ أَلْفًا، فَعَمَدَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَطَعَهَا مِنْ أَجْلِ جُمَّارِهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: إِنْ أُمِّي اشْتَهَتْهُ عَلَيَّ، وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا تَطْلُبُهُ أُمِّي أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا فَعَلْتُهُ، অর্থাৎ ,মদীনায় খেজুর বৃক্ষের মূল্য হাযার দিরহামে পৌঁছে যায়। ওসামা বিন যায়েদ একটি খেজুর গাছ কর্তনের ইচ্ছা করলেন এবং তার ডগায় মাথি থাকার কারণে গাছটি কেটে ফেললেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আমার মা তা খাওয়ার কামনা করেছিলেন। আর পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমার মা কামনা করার পর আমার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা করব না'।

আলী বিন হুসাইনের উদাহরণ

আলী বিন হুসাইন ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) নাতি। তিনি অধিক ইবাদতগুযার ছিলেন বলে তাকে 'যায়নুল আবেদীন' বা ইবাদতকারীদের শোভা বলা হয়ে থাকে। তিনি ভ্রান্ত শী'আদের রাফেযী নাম দেন।ইমাম যুহরী বলেন,

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لَا يَأْكُلُ مَعَ أُمِّهِ، وَكَانَ أَبَرَّالنَّاسِ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ أَكُلَ مَعَهَا فَتَسْبِقُ عَيْنُهَا

إِلَى شَيْءٍمِنَ الطَّعَامِ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ بِهِ فَاكُلَهُ، فَأَكُونُ قَدْ عَقَقْتُهَا،

যায়নুল আবেদীন হুসাইন বিন আলী তাঁর মায়ের সাথে খেতেন না। অথচ তিনি লোকদের মধ্যে মা-বাবার প্রতি সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, আমি তার সাথে খাব আর তার দৃষ্টি খাদ্যের কোন কিছুর দিকে যাবে। আর আমি না জেনেই তা খেয়ে নিব। হতে পারে এতে আমি তার অবাধ্য হয়ে যাব'।

মা-বাবর জন্য নবী-রাসূলগণের দো'আ:

সকল নবী-রাসূল তাদের মা-বাবার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের দো'আর কিছু নমুনা কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। মা-বাবার জন্য তাদের কিছু দো'আ নিম্নে পেশ করা হ'ল।

মা -বাবার জন্য সুলায়মান (আঃ) দো’আ:

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার মা-বাবাকে যে নে'য়ামত তুমি দান

করেছ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দান কর। আর আমি যাতে তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' (নামল ১৬/১৯)।

নূহ (আঃ)-এর দো'আ :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

অর্থ হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে বিশ্বাসী হয়ে প্রবেশ করবে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমাকরুন' (নূহ ৭১/২৮)।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দো'আ:

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

'হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার

সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দণ্ডায়মান হবে' (ইবরাহীম ১৪/৪০-৪১)।

সৎ বান্দাদের বাবা-মার জন্য দো'আ :

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি তোমার নে'মতের শোকর আদায় করি। যা তুমি আমাকে ও আমার মা-বাবাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করি। আমার মা-বাবাকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আর সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ কর। আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম। আমি তোমার একান্ত একজন আজ্ঞাবহ' (আহক্বাফ ৪৬/১৫)। উপরোক্ত সকল দো'আ নিজের জন্য, মা- বাবা ও আত্মীয়- স্বজনের জন্য করা যাবে

বাবা-মা জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় তাদের জন্য দো'আ করা :

অর্থ পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য দো'আ করা ও তাদের জন্য দান-ছাদাক্বাহ করা উত্তম কাজ। তারা যেমন মৃত্যুর পর দো'আ পাওয়ার অধিকার রাখেন, তেমনি জীবিত থাকা অবস্থাতেও সেই অধিকার রাখেন। এটি সদ্ব্যবহারের অন্যতম মাধ্যম।

কাযী ইয়ায বলেন,لَا نَعْرِفُ رِوَايَةً بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ 'দো'আর ক্ষেত্রে পিতা-মাতা জীবিত বা মৃত থাকার মাঝে পার্থক্য রচনাকারী কোন বর্ণনা আছে বলে আমরা জানি না'।অর্থ **১১২.** মারদাভী, আল ইনছাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ ২/৫৬০পিতা-মাতারজন্যজীবিত ও মৃত্যু পরবর্তী উভয় অবস্থায় দো'আ করতে হবে।

(১১২. মারদাভী, আল ইনছাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ ২/৫৬০)

মা-বাবার সেবায় বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি পায় :

পিতা-মাতার খিদমত করলে আল্লাহ বেশী বেশী সৎ আমল করার সুযোগ দেন এবং আয়-রোযগারে বরকত দান করেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي
عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي
رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ)বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে, তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক এবং তারজীবিকায় প্রশস্ততা আসুক সে যেন তার মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করেও আত্মীয়তার সম্পর্কবজায়রাখে'।সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

' لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِإِلَّا الْبِر

তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো'আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না সৎকর্ম ব্যতীত'। অর্থাৎ যেসব বিষয় আল্লাহ দো' عِبَاد فَعَلَيْكُمْ يَنْزِلْ আ ব্যতীত পরিবর্তন করেন না, সেগুলি দো'আর ফলে পরিবর্তিত হয়। আর 'সৎকর্মে বয়স বৃদ্ধি পায়' অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির আয়ুতে বরকত লাভ হয়। যাতে নির্ধারিত আয়ুসীমার মধ্যে সে বেশী বেশী সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করে এবং তা তার আখেরাতে সুফল বয়ে আনে (মিরকাত, মির'আত)। কেননা মানুষের রূযী ও আয়ু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে কোন কমবেশী হয় না'। অন্য একটি হাদীছে এসেছে,

إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ. الله بالدُّعَاء

অর্থাৎ ,'যে বিপদ আপতিত হয়েছে এবং যা এখনও আপতিত হয়নি সবক্ষেত্রেই দো'আ উপকার বয়ে নিয়ে আসে। সুতরাং হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল দো'আ করা'।

(৬২. আহমাদ হা/২৭৫৫১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪।

৬৩. মিরকাত ৭/৩০৮৯, হা/৪৯২৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬৪. আহমাদ হা/১৩৪২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৮। ৬৫. তিরমিযী হা/২১৩৯; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/১৫৪।

৬৬. ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩; আ'রাফ ৭/৩৪; বুখারী হা/৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত
হা/৮২ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।)

বাবা-মার মৃত্যুর পরে সন্তানের করণীয়

মা-বাব মৃত্যুর পরেও সন্তানের নিকট পরোক্ষভাবে সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। যেমন মা-বাবার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের জন্য দো'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের অছিয়ত পূরণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মানত পূর্ণ করা, ঋণ পরিশোধ করা, কাযা ছাওম পালন করা, বদলী হজ্জ আদায় করা ও দান-ছাদাক্বাহ করা ইত্যাদি। যেমন হাদীছে এসেছে,

আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ

সময় বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্ রাসূল! আমার মা-বাবার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, পাঁচটি উপায় আছে।

(১) তাদের জন্য দো'আ করা

(২)তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা

(৩.)তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং

(৪) তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও

আযাদ করা, ছাদাক্বা করা, হজ্জ করা এবং ওমরা করা'।

(৫) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা'।

মা-বাবার মৃত্যুর পর করণীয় হ'ল- তাদের জানাযার ছালাত আদায় করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা, তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রিয় মানুষদের শ্রদ্ধা করা। পূর্বোক্ত হাদীছে ছালাত দ্বারা উদ্দেশ্য জানাযার ছালাত অথবা দো'আ করা। হানাফী বিদ্বান মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, ছালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল তাদের জন্য আল্লাহ্র রহমতের দো'আ করা। ইসতিগফার দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা অর্থ হ'ল তাদের অছিয়ত বাস্তবায়ন করা। তাদের কারণে সৃষ্ট আত্মীয়ের বন্ধন অটুট রাখার অর্থ হ'ল নিকটাত্মীয়ের প্রতি ইহসান করা। বায়হাক্বীর এক বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নরূপ :

وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَقَالَ مَا أَكْثَرَ هَذَا وَأَطْيَبَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ

فَاعْمَلْ بِهِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمَا -

অর্থাৎ আর তাদের সাথে বন্ধন অটুট রাখ যাদের সাথে তোমার মা-বাবার বন্ধন রয়েছে। নবী (সাঃ)-এর কথা শুনে লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটি কতই তাৎপর্যপূর্ণ ও পবিত্র বাণী!। রাসূল (সাঃ) বললেন, অতএব তুমি এর প্রতি আমল কর তাহ'লে এর মাধ্যমে মৃত্যুর পরও তোমার মা-বাবার নিকট এর ছওয়াব পৌঁছবে। মৃত্যুর পর পিতা-মাতার প্রতি করণীয় বিষয়গুলো নিম্নে আলোচন করা হ'ল-

ক) মা-বাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা :

মা-বাবার জন্য সকলকে প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা মা-বাবার জন্য দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন এবং দো'আ করার আদেশও দিয়েছেন। তিনি বলেন, رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا হে হপালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন- পালন করেছেন' (বনী ইসরাঈল ১৭/২৪)। মৃত্যুর পর মানুষের তিনটি আমল জারী থাকে, তার মধ্যে সৎ সন্তানের দো'আ সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হাদীছে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায় (১) ছাদাক্বা জারিয়াহ (২) উপকারী ইলম এবং (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।

এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ। যেমন মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদকরণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন, বই ক্রয় করে বা ছাপিয়ে

বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি। (২) ইলম, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্ পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষাদান করা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই-প্রবন্ধ লেখা, ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি। (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'। মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ'ল সুসন্তান, যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, ছাদাক্বা করে, তার পক্ষ হ'তে হজ্জ করে ইত্যাদি।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আবু উমামাহ আল বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

যে চারটি বিষয়ের ছওয়াব প্রাপ্তি মানুষের মৃত্যর পরও অব্যাহত থাকে। ১. আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরী, ২. ব্যক্তির এমন (মাসনূন) আমল যা অন্যেরাও অনুসরণ করে, ৩. এমন ছাদাক্বা যা সে স্থায়ীভাবে জারী করে দিয়েছে, ৪. এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া যে তার জন্য দো'আ করে'। প্রখ্যাত

তাবেঈ আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন , মৃতের পক্ষ হতে চারটি কাজ করণীয় গোলাম আযাদ করা, ছাদাক্বা করা, হজ্জ করা এবং ওমরা করা'।

উল্লেখ্য যে, সৎ সন্তান দো'আ না করলেও তার সৎ কর্মের ছওয়াব পিতা- মাতা পাবেন বলে একদল বিদ্বান উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মন্তব্য পেশ করেছেন (আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৭৬)।

(খ) ঋণ পরিশোধ করা :

মা-বাবার ঋণ থাকলে সন্তানরা সর্বপ্রথম তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। কারণ ঋণ এমন এক বোঝা যা ঋণদাতা ব্যতীত কেউ হালকা করতে পারবে না। সেজন্য মা-বাবার যাবতীয় সম্পদ দ্বারা হ'লেও তাদের ঋণ পরিশোধ করবে, সামর্থ্য না থাকলে ঋণদাতার নিকট থেকে মাফ করিয়ে নিবে। মাফ না করলে দাতাদের সহযোগিতা নিয়ে হ'লেও তা পরিশোধ করার চেষ্টা করবে। কারণ ঋণ মাফ হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মাইয়েতের সম্পদ বণ্টনের পূর্বে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের বাবা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (নিসা ৪/১১)। হাদীছে এসেছে,আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিনব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তাপরিশোধ করা হয়' ।অন্য হাদিছে এসেছে,

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহ্ই মাফ করে দেওয়া হবে'।

(১১৩. ঐ। ১১৪. ইবনু মাজাহ হা/২৪১৩;; মিশকাত হা/২৯১৫।)

(গ) অছিয়ত পূর্ণ করা :

মা-বাবা কোন ন্যায়সঙ্গত অছিয়ত থাকলে তা পালন করা সন্তানদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর (নিসা ৪/১১)। ... কাউকে কোনরূপ ক্ষতি না করে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সহনশীল' (নিসা ৪/১২)।

তিনি আরো বলেন,যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন যদি সে কিছু ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়, তবে তার জন্য অছিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হ'ল মা-বাবাও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবে। এটি আল্লাহভীরুদের জন্য আবশ্যিক বিষয়' (বাক্বারাহ ২/১৮০)। একজন ব্যক্তি তার সম্পদের সর্বোচ্চ এক- তৃতীয়াংশ সম্পদ অছিয়ত করতে পারে। এর বেশী করলে তা পালন করা যাবে না'। তবে অছিয়ত ওয়ারিছদের জন্য নয়।

আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিছের জন্য অছিয়ত নেই'।

(আহমাদ হা/১৪৫৭৬; হাকেম হা/২৩৪৬; ছহীহুল জামে' হা/২৭৫৩)।

ঘ) মানত পূর্ণ করা :

বাবা-মার কোন শরী'আতসম্মত মানত থাকলে তা পালন করা সন্তানেরজন্য আবশ্যক।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূল (ছাঃ)- এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মান্নতের ছাওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হ'তে এ ছাওম আদায় করতে পারি কি? তখন তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত তাহ'লে তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা তার পক্ষ হ'তে আদায় হ'ত কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের পক্ষ হ'তে তুমি ছাওম পালন কর'।

ঙ) কাফ্ফারা আদায় করা:

বাবা-মার উপর কোন কাফফারা থাকলে সন্তান তা আদায় করবে। তা কসমের কাফ্ফারা হ'তে পারে বা ভুলবশতঃ হত্যার কাফ্ফারাও হ'তে পারে। কারণ এগুলো পিতা-মাতার ঋণের অর্ন্তভুক্ত। যেমন হাদীছে এসেছে,

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা সমুদ্রে ভ্রমণে গিয়ে মানত করল, আল্লাহ তাকে নিরাপদে ফেরার সুযোগ দিলে সে একমাস ছিয়াম পালন করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু ছিয়াম পালনের পূর্বেই সে মারা গেল। তার মেয়ে অথবা বোন

রাসূল (সাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে মৃতের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন'।

(১২৩. বুখারী হা/১৯৫৩; মুসলিম হা/১১৪৮; আবুদাউদ হা/৩৩১০। ১২৪. আবুদাউদ হা/৩৩০৮; নাসাঈ হা/৩৮১৬; ছহীহাহ হা/১৯৪৬।)

(চ) ফরয ছিয়াম, মানতের ছিয়াম এবং বদলী হজ্জ ও ওমরা পালন করা :

ফরয ছিয়াম যা সফর কিংবা রোগের কারণে আদায় করতে পারেনি। পরবর্তীতে আদায় করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুবরণ করায় কাযা আদায় করতে পারেনি। এমন ছিয়াম নিকটতম আত্মীয়রা আদায় করে দিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি মারাত্মক রোগের কারণে রামাযানের ছিয়াম পালনে অক্ষম হয় এবং রামাযানের পরেও মৃত্যু অবধি সুস্থ হতে না পারে তাহ'লে তার ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ এমন সময় তার জন্য ছিয়াম ফরয নয়। আর যদি কেউ চির রোগী হয় যার সুস্থ হওয়ার সম্ভবনা নেই। সে নিজে বা তার আত্মীয়রা প্রতিদিন একজন করে মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। অনুরূপভাবে সম্পদশালী মা-বাবা যদি হজ্জ সম্পাদন না করে মারা যায় এবং পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে যায় তাহ'লে সন্তানের জন্য মা-বাবরপক্ষ থেকে বদলী হজ্জ ও ওমরা পালন সমীচীন।যেমন হাদীছে এসেছে,

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়ামের ক্বাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহ'লে তার নিকটাত্মীয় তার পক্ষ হ'তে ছিয়াম আদায় করবে'।

(ফাহুল বারী ৪/৬৪। ১২৬. বুখারী হা/১৯৫২; মুসলিম হা/১১৪৭; মিশকাত হা/২০৩৩।)

(চ) বাবা-মার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল আচরণ করা

বাবা-মার সাথে তাদের জীবদ্দশায় ভাল সম্পর্ক ছিল এমন ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ এই যে, ব্যক্তি তার বাবার ইন্তিকালের পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে' ।আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু অভিমান করিনি, যতটুকু খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) তার কথা অধিক সময় আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী যবেহ করে গোশতের পরিমাণ বিবেচনায় হাড়-গোশতকে ছোট ছোট টুকরা করে হ'লেও খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। আমি কোন সময় অভিমানের সুরে নবী করীম (সাঃ)-কে বলতাম, (আপনার অবস্থা দৃষ্টে) মনে হয়, খাদীজা (রাঃ) ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোন নারী নেই । প্রত্যুত্তরে তিনি বলতেন, হ্যাঁ। তিনি এমন ছিলেন, তার গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছিল'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

কোন দিন তিনি বকরী জবেহ করল খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের নিকট এমন পরিমাণ গোশত নবী করীম (সাঃ) হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত।

(১২৯. বুখারী হা/১৫৫৩; মুসলিম হা/১১৪৮। ১৩০. নাসাঈ হা/২৬৩৭; তিরমিযী হা/৯৩০; মিশকাত হা/২৫২৮, সনদ ছহীহ। ১৩১. আহমাদ হা/৫৬১২; ছহীহুল জামে' হা/১৫২৫)

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি অভিশপ্ত :

যে ব্যক্তি মা-বাবার অবাধ্য হয়, তাদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করে এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে তারা অভিশপ্ত। হাদীছে এসেছে,

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মা-বাবার অবাধ্যতা করল সে অভিশপ্ত'। আর এই অভিশাপ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ফেরেশতাকুল এবং সকল সৃষ্টি জগতের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি অভিশপ্ত হয় সে সবার কাছে ঘৃণার পাত্র।

(আত-তানভীর শারহুল জামে' আছ-ছাগীর ৬/৪৬৬। ১৫৮. তিরমিযী হা/১৯৭৯; মিশকাত হা/৪৯৩৪; ছহীহাহ হা/২৭৬; ছহীহুল জামে' হা/২৯৬৫। ১৫৯. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৮৪৯৭; শু'আবুল ঈমান হা/৫৪৭২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫১৬।)

পরকালে ভয়াবহ পরিণতি :

মা-বাবার অবাধ্য ব্যক্তি দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও শারীরিক শাস্তি পাওয়ার পাশাপাশি আখিরাতেও শাস্তি পাবে। কিছু পাপ রয়েছে যেগুলোর শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে গেলে পরকালে হয় না। কিন্তু মা-বাবার অবাধ্যতা এত বড় পাপ যে, দুনিয়াতে এর শাস্তি হয়ে গেলেও ক্ষমা পাবে না। পরকালে আবার এর শাস্তি পেতে হবে। এই শাস্তি

বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে। জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া, আল্লাহ্র রহমতের দৃষ্টি না পড়া, নবী-রাসূল, ছিদ্দীকীন ও শুহাদাদের সঙ্গ না পাওয়া, ইবাদত কবুল না হওয়া ইত্যাদি।

উপসংহার:

কুরআন ও হাদীছের উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বুঝা গেল যে, মা-বাবার মর্যাদা অতুলনীয়। তাদের একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা কোন সন্তানের নেই। অথচ অনেক সন্তান তার বৃদ্ধ মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। কেউবা মা-বাবাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। আবার কেউ নেশাগ্রস্থ হয়ে তাদের হত্যা করে। কেউ আবার মাকে বেধে রেখে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করছে, যা পুরো মানব জাতিকে কলঙ্কিত করছে। কিন্তু ইসলামে মা-বাবাকে মর্যাদা অনেক উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত। যে মা-বাবার কারণে একজন সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই বাবা-মাকে যারা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে বা হত্যা করে তারা আর যাই হোক মানবিক বোধ সম্পন্ন নয়। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট। ওরা হ'ল উদাসীন। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী (আ'রাফ ৭/১৭৯)। আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি মনে কর ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত। বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট' (ফুরক্বান ২৫/৪৪)। সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে হবে। অন্যথা দুনিয়ায় অশান্তি ও পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। বাবা-মাকে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে চিন্তামুক্ত রাখতে হবে। বাব-মার কষ্ট পাওয়া সন্তানের জন্য বদদো'আ তুল্য। সেজন্য কোনভাবেই যেন বাবা-মাকে কষ্ট না পান সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।বাবা-মার সাথে সদাচরণের মাধ্যমে তাদের দো'আর আশা করতে হবে। তাদের ভাল দো'আ সন্তানের জন্য অফুরান কল্যাণের কারণ হবে।

বাবা-মার খিদমত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুনিয়া ও পরকালে সফলতা অর্জন করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

রেফারেনস:

বইঃপিতা -মাতার হক (ভূমিকা) ।

লেখকঃশাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ)এর পরামর্শে

মাওলানা আশিক ইলাহী বলনদশহরী কতৃক রচিত।

বইঃমাতা-পিতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ।

লেখকঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম